দৈনিক সংবাদ

198

তারিখ ... JUL 22 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদারতা

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং শিমশা-৩/১ জি-১১/৯৮/৩৪৯, তারিখ ১১-৪-৯৯ইং মোতাবেক দেশের ৩৫৫টি সরকারি এবং ৪৮২টি বৈসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাবরেটরির বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য সর্বমোট ৪ কোটি ৯১ লাখ ৮০ হাজার টাকা বিভাজন মোতাবেক বরাদ্দ দেয়া হয়। এতে দেখা যায় যে, তালিকা অনুযায়ী ক্রমিক নং-৫২৭, "নীলফামারী" জেলার ডোমার থানার গোমনাতি ইউনিয়নে অবস্থিত "গোমনাতি মহাবিদ্যালয়" বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ৬০ হাজার টাকা বরাদ্দ পেয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কি জানেন, এই গোমনাতি মহাবিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগ চালু আছে কি-না? বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয়েছে কি-না।

গত ১৯৯৪ সালে নীলফামারী জেলাধীন ডোমার থানার অন্তর্গত গোমনাতি ইউনিয়নে "গোমনাতি মহাবিদ্যালয়" রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড হতে মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের অনুমতি নিয়ে চালু করা হয়। সেখানে আদৌ বিজ্ঞান বিভাগ চালু করা বা খোলা হয়নি। দেশের শত শত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান বিভাগ চালু থাকার ফলেও সেই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের টাকা বরাদ্দ না দিয়ে বিজ্ঞান বিভাগবিহীন নীলফামারী জেলার "গোমনাতি মহাবিদ্যালয়ে" কোন্ যুক্তিতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ৬০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হলো? এছাড়াও বরাদ্দ তালিকার ক্রমিক নং ৫৪৪ ও ৫৬৫-তে নারিকেলবাড়িয়া কলেজ, ঝিনাইদহকে দু'বার বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের সুদৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানাতে চাই, দেশের ১৩ কোটি মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে একবিংশ শতাব্দির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আপনি যে পরিশ্রম করে চলেছেন, সেখানে আপনার অধীনস্থ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুযোগ্য মন্ত্রী, সচিব ও কর্মকর্তাবৃন্দ যে খাম-খেয়ালি,উদারতা দেখাচ্ছেন তাতে দেশের শিক্ষার অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ভেবে দেখবেন কী?

এস, আলম
জলঢাকা, নীলফামারী।